# রানা প্লাজা ব্যাবস্থাপনা

২৪এপ্রিল ২০১৩ তারিখে রানা প্লাজা ভবন ধসে ১১৩৪ জন নিহত হয় এবং আহত হয় শত শত শ্রমিক। এই নজিরবিহীন দুর্যোগের প্রেক্ষিতে নিহতদের পরিবার ও আহতদের শারিরিক ও অর্থনৈতিক সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে একটি সমন্বিত ও নিয়মানুগ উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

২০১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সরকার ও গার্মেন্টস শিল্পের প্রতিনিধি উভয়ই স্থানীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে, ট্রেড ইউনিয়ন ও এনজিও, ব্র্যান্ডস, বায়ারদের নিয়ে রানা প্লাজা সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়। আইএলও এখানে নিরপেক্ষ চেয়ার হিসেবে ভুমিকা পালন করছে । এই কমিটির মুল লক্ষ্য হচ্ছে রানা প্লাজা ধসে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ সুনিশ্চিত করা। কমিটি এই প্রক্রিয়ার নামকরন করে "the arrangment" বা ব্যাবস্থাপনা।

রানা প্লাজা ব্যাবস্থাপনা একটি ক্ষতিপূরণ প্রক্রিয়া প্রস্তুত করেছে যার মাধ্যমে স্থানীয় সংগঠন ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞগন ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা, ক্ষতিপূরণ দাবী, ক্ষতি অনুযায়ী আর্থিক সহযোগিতা, চিকিৎসা সহযোগিতা ও ফলোআপ সহযোগিতা দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। সহযোগিতার সমস্ত অর্থায়ন করবে "Rana Plaza Donors Trust Fund".

**রানা প্লাজা সমন্বয় কমিটি কি এবং কারা জড়িত আছেন?**
রানা প্লাজা সমন্বয় কমিটি ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রক্রিয়ার সার্বিক তত্তাবধানে নিয়োজিত। সরকার ও গার্মেন্ট শিল্পের প্রতিনিধি, ট্রেড ইউনিয়ন, এনজিও, ব্র্যান্ডস, বায়ারদের নিয়ে রানা প্লাজা সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়। আইএলও এখানে নিরপেক্ষ চেয়ার হিসেবে ভুমিকা পালন করছে ।

**"ব্যাবস্থাপনা" কি?**
এই ব্যাবস্থাপনার লক্ষ্য হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্তদের আন্তর্জাতিক শ্রম মানদন্ডের (আইএলও কনভেনশন ১২১) ভিত্তিতে আর্থিক ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা। এই ব্যাবস্থাপনার সাক্ষরকারী সদস্যসমুহ হচ্ছেঃ-

- বায়ার-প্রাইমার্ক, ল্যাবল, বন মার্চে, এল করতে এংলিস ইত্যাদি
- শ্রম ও কর্ম-সংস্থান মন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ
- ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেশন কমিটি ফর ওয়ার্কার্স এ্যডুকেশন-এনসিসিডাব্লিউই
- বাংলাদেশ এমপ্লয়ারস ফেডারেশন-বিইএফ
- বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার এন্ড এক্সপোর্টার্স এ্যসোসিয়েশন-বিজিএমইএ
- ইন্ডাস্ট্রিঅল বাংলাদেশ কাউন্সিল
- বাংলাদেশ ইনস্টিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিলস
- ইন্ডাস্ট্রিঅল গ্লোবাল ইউনিয়ন
- ক্লিন ক্লথ ক্যাম্পেইন

**ক্ষতিপূরণের পরিমান কিভাবে নির্ধারণ করা হবে ?**
দুর্ঘটনার প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্তদের তাদের ক্ষতির পরিমান অনুযায়ী আন্তর্জাতিক শ্রম মানদন্ড আইএলও কনভেনশন ১২১ এর ভিত্তিতে আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা পাবে। প্রতিটি ক্ষতিপূরণের আবেদন বিশেষজ্ঞ দ্বারা মনিটর করা হবে।

**কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও তাদের পরিবার ক্ষতিপূরণএর জন্য আবেদন করবেন?**
ক্ষতিগ্রস্তদের সুবিধার্থে ক্ষতিপূরণের আবেদন যথাসম্ভব সহজবোধ্য ও আর্থিক সহায়তা নিশ্চিতকরণ স্বচ্ছ ও ন্যায়সঙ্গতভাবে করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে নিহত শ্রমিকের পরিবারের ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ ও আয় হারানো আহত শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ। ফরম পূরণের ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার সহায়তা প্রদান করা হবে। সমস্ত প্রক্রিয়া সমন্বয় কমিটির তত্ত্বাবধায়নে সম্পন্ন হবে।

# রানা প্লাজা ক্লেইমস্ এডমিনিস্টেশন

## দাবীঃ

দাবী গ্রহন পদ্ধতিটি খুব সহজভাবে সাজানো যাতে একজন দাবিদার খুব সহজে তার প্রাপ্য দাবি করতে পারে ।এ ব্যবস্থায়,রানাপ্লাজায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় ৩৬০০ শ্রমিক ও তাদের  পরিবারের সবার দাবি আন্তজাতিক মানদন্ডের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ একটি ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতিতে যাচাই-বাছাই করা হবে, যার নির্বাহী কমিশনার জনাব মুজতবা কাজাজী ।

### কে দাবী করতে পারবে?

এ ব্যবস্থার অধীনে দুই শ্রেণীর ব্যাক্তি/ব্যক্তিবর্গ তাদের দাবী করতে পারবেঃ

১. রানাপ্লাজায় আহত এবং আহত হওয়ার ফলে যিনি আয়ক্ষমতা হারিয়েছেন ।
২. রানাপ্লাজায় নিহত বা নিখোঁজ শ্রমিকের আয়ের উপর আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল স্বজনরা ।

### কিভাবে তারা দাবী করবে?

ক্লেইম কমিশনারদের সহায়তায় রানাপ্লাজা সমন্বয় কমিটি সরকারী, বেসরকারী সংস্থা, শিল্পসংস্থা, কোম্পানী এবং ট্রেড ইউনিয়ন দ্বারা সংগৃহিত রানাপ্লাজায় আহত, নিহত ও নিখোঁজশ্রমিক ও তাদের স্বজনদের তথ্য নিয়ে একটি কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ গঠন করা হয় । এ সকল শ্রমিক ও তাদের স্বজনদের সাথে যোগাযোগ করে তাদেরকে সাভার ক্যান্টনমেন্টস্থ রানাপ্লাজা ক্লেইমস্ এডমিনিস্ট্রেশন এ এসে তাদের দাবী দাখিল করতে বলা হয় ।

### প্রত্যেক দাবীকারী কত পাবেন?

প্রত্যেক দাবীকাারীর অভিযোগ তাদের পরিপার্শ্বিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে যাচাই-বাছাই করা হবে । তাই প্রতিটি ব্যক্তি কত পাবে তার একক চিত্র দেয়া অসম্ভব, এক্ষেত্রে শ্রমিকের বয়স, চাকুরির বয়স, বেতন, নির্ভরশীলদের সংখ্যা, আক্রান্তের ধরন, আঘাতের পরিমাণ ইত্যাদির উপর তা নিভর করবে । তবে তা প্রতিটি শ্রমিকের জন্য ভিন্নতর হতে পারে । এক্ষেত্রে অভিযোগকারীদেরকে তাদের দাবিকৃত অর্থের পরিমান নির্ধারন করার প্রয়োজন নাই । তারা শুধু তাদের সম্পর্কিত সকল তথ্য প্রদান করবে ।

### কিভাবে দাবী যাচাই-বাছাই করা হবে?

দাবীকারাদের দ্বারা সরবরাহকৃত সকল দলিল পত্র যাচাই-বাছাই করে রানা প্লাজা সমন্বয় কমিটি দ্বারা সম্মত এবং আন্তজাতিক মানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ একটি সুত্র ব্যবহার করে তাদের প্রাপ্য হিসাব করা হবে ।

### কিভাবে এ দাবী প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে এবং এতে কত সময় লাগবে?

বাংলাদেশ লিগাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট - ব্লাস্ট কর্তৃক নিয়োজিত একদল দক্ষ প্রি-ক্লেইম কাউন্সিলর এর সহায়তায় সাভারস্থ ক্লেইম এডমিনিস্টেশন অফিসে সকল দাবী গ্রহন করা হয় । দাবীকারীদের সরবরাহকৃত সকল কাগজপত্র (ব্যক্তিগত, চাকুরি, চিকিৎসা, নির্ভরশীলতার প্রমানপত্র, ইত্যাদি) সহ দাবীগুলো ডাটাবেজে লিপিবদ্ধ করে তা ফাইল আকারে সংরক্ষন করা হয়, যা পরবর্তীতে যাচাই-বাছাই এর জন্য পাঠানো হয় ।

প্রথমে এ দাবীগুলো ক্লেইম রিভিউ টিম দ্বারা যাচাই করা হয় । প্রাথমিক ভাবে যাচাইয়ের পর প্রত্যেক অভিযোগকারী কি পরিমাণ অর্থ পাবেন, তিনজন অভিজ্ঞ ক্লেইম কমিশনার সে বিষয়ে চুড়ান্ত ভাবে সিদ্ধান্ত নেবেন এবং রানা প্লাজা সমন্বয় কমিটি সে পরিমান অর্থ অনুমোদন করবেন ।

### কত দ্রুত এ দাবী প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে?

অভিযোগ গ্রহনের কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা উচিৎ. তবে কমিশনাররা আশা করছেন ছয়মাসের মধ্যে এ দাবী প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে ।

### যদি দাবীকারী রানা প্লাজায় আহত শ্রমিকের যদি এখনো চিকিৎসার প্রয়োজন হয় তখন কিভাবে চিকিৎসা গ্রহন করবে?

সাভারস্থ সিআরপি সে সকল আহত শ্রমিকদেরকে বিনা খরচে চিকিৎসা প্রদান করবে ।

### কিভাবে দাবীকারীদের অর্থ প্রদান করা হবে?

দাবী গ্রহন করার সময় প্রত্যেক শ্রমিক এবং তাদের নির্ভরশীলদেরকে একটি ব্যাংক একাউন্ট খুলে দেয়া হবে । ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ করার পর প্রত্যেক একাউন্টে একের অধিক কিস্তিতে তা পরিশোধ করা হবে । অর্থ প্রদানের পর প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রদানকৃত অর্থের সঠিক ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত উপদেশ ও সহায়তা প্রদান করা হবে ।

### উক্ত দাবী প্রক্রিয়া কবে শেষ হবে?

এটা আশা করা হচ্ছে যে, আগামী ছয় মাসের মধ্যে এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে । রানাপ্লাজা সমন্বয়কারী কমিটি এ প্রক্রিয়ার সমাপ্তি নির্ধারণ করবেন ।